মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ১০ম তলায় মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী গত ২৪.১১.২০২০ তারিখে মুজিব কর্নার উদ্বোধন করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থসহ তাঁর কর্ম ও মুক্তিমুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন বই সংগ্রহ করে মুজিব কর্নারে রাখা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে মুজিব জন্মশতবর্ষ ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির কারণে ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৭টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে মুজিব কর্নার নির্মাণ:

'বঙ্গবন্ধুর জীবন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে দিনব্যাপী আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা:

১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধুর ত্রাণ বিতরণসহ অন্যান্য মানবিক কার্যক্রমের বিষয়ে ৮টি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

সারা দেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৫০ হাজার দুর্যোগ সহনীয় গৃহ উদ্বোধন করা:

২০২০-২১ অর্থবছরে মুজিব শতবর্ষে 'ভূমিহীন ও গৃহহীন' পরিবার পুনর্বাসনে পরিবার প্রতি ২ শতাংশ খাসজমি বন্দোবস্তপূর্বক আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় প্রকল্প (CVRP) কর্তৃক সমন্বিতভাবে ৫৯,৮০৩টি পরিবার পুনর্বাসনে ৫৯,৮০৩টি দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প কর্তৃক প্রতিটি গৃহের নির্মাণ ব্যয় ১,৭১,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ৬৬,২৯১টি দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২৬৩,৯২,৩৭,৮৮৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কর্মসূচির আওতায় গ্রাম এলাকায় ৫০০০টি ব্রিজ তৈরি ও ৩০০০ কি.মি. এইচবিবি রাস্তা উদ্বোধন করা:

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী "আমার গ্রাম-আমার শহর"-এর আওতায় গ্রাম এলাকায় ৩০ নভেম্বর ২০২০-এর মধ্যে ৪৩৫০টি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২৬৪০.০০ কি.মি. এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৫০টি মুজিব কিল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করা:

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ৫০টি মুজিব কিল্লার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু অংশগ্রহণ করেছেন এমন ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসবিষয়ক কার্যক্রমের ছবিসংবলিত একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা:

মুজিব শতবর্ষ লেখা পোস্টার/ কলম/ পেন্সিল/ ক্যাপ/ নোটপ্যাড/ কোটপিন/ ব্যানার/ বিলবোর্ড/টিভিসি বোর্ড/ স্টিকার ইত্যাদি তৈরি এবং বিতরণ করা:

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শীতবস্ত্র প্রদান:

স্থানীয়ভাবে কম্বল/শীতবস্ত্র ক্রয়পূর্বক বিতরণের জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৩৯,০৩,৫০,০০০ টাকা জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মুজিববর্ষের মধ্যেই ১৬ লক্ষ পরিবারের মধ্যে কম্বল বিতরণ সম্ভব হবে।

সারা দেশে অতিদরিদ্র ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) গৃহহীন পরিবারকে ২ (দুই) বান্ডিল ঢেউটিন ও নগদ টাকা প্রদান করা:

১৭ মার্চ ২০২০ থেকে এ পর্যন্ত ৩৩,৫৯৫ বান্ডিল ঢেউটিন বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং বান্ডিল প্রতি ৩০০০ টাকা হারে গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরো টাকা ও ঢেউটিন বরাদ্দ দেওয়া হবে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৫০,০০০ পরিবারকে ঢেউটিন ও টাকা বরাদ্দ করা সম্ভব হবে।

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) প্রকল্পের অধীনে সারা দেশের ৯,৬৭,০০০ (নয় লক্ষ সাতষট্টি হাজার) শ্রমিককে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচির আওতায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় রাস্তা/ড্রেন/রেডিনিউ ডাকবহির্ভূত বাজার, ঝোপঝাড় ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা:

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) এর আওতায় সারা দেশে ৯,৬৭,০০০ শ্রমিককে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচির আওতায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় রাস্তা/ড্রেন/রেডিনিউ ডাকবহির্ভূত বাজার, ঝোপঝাড় ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে এবং শ্রমিক মজুরি, সর্দার মজুরি ও নন-ওয়েজ কস্ট বাবদ ১ম পর্যায়ে ৪০ দিনের কর্মসূচিতে ৮২৮ কোটি টাকা এবং ২য় পর্যায়ে ৪০ দিনের কর্মসূচিতে ৮২১ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। দুই পর্যায়ে মোট ৮০ দিনের কর্মসূচি বাবদ ১৬৪৯ কোটি টাকার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকা থেকে জনগণ ও প্রাণিসম্পদ উদ্ধার, নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়া ও ত্রাণ বিতরণের জন্য ২০ (বিশ) টি **Multi Purpose Rescue Boat** নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে দায়িত্ব প্রদান করা:

৭ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ নওগাঁ জেলা ত্রাণ ভবন কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি

Scanned with CamScanner

গত ২১-০৭-২০২০ তারিখে ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রতিবছর ২০টি করে সর্বমোট ৬০ (ষাট) টি Multi Purpose Rescue Boat ক্রয়ের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ৫.৪০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ২০টি বোটের মূল্য বাবদ প্রতিবছর ৯ কোটি টাকা এবং তিন বছরে ৬০টি Multi Purpose Rescue Boat বাবদ সর্বমোট ২৭ কোটি টাকা পরিশোধ করা হবে।

৫০টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র উদ্বোধন:

মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে 'জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে ৩০টি ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। মুজিববর্ষে সর্বমোট ৫০টি ত্রাণ গুদাম নির্মাণ সম্পন্ন করা হবে।

৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র উদ্বোধন:

'বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ১০ মার্চ, ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হবে। ইতোমধ্যে ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।

২০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র উদ্বোধন:

'বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোপূর্বে ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। আরো ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মুজিববর্ষ উপলক্ষে ১০ মার্চ, ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হবে। ইতোমধ্যে ১১০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং তা উদ্বোধন করা হয়েছে।

৩৩৩ এর মাধ্যমে সেবা প্রদান

৩৩৩ এর মাধ্যমে	জেলায়	সিটি কর্পোরেশনে	সর্বমোট
উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা	৪৫,৭৯৮ টি	১,৫৫১ টি	৪৭,৩৪৯ টি
উপকারভোগী লোক সংখ্যা	১,৫৭,৩৯১ জন	৭,৭৫৫ জন	১,৬৫,১৪৬ জন

সূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (৩০/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত)

শোক বার্তা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত উপসচিব জনাব আবুল খায়ের মোঃ মারুফ হাসান (পরিচিতি নং ১৫৩৯৯) করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়ে ১৫-০৪-২০২১ খ্রি. তারিখ ভোর ৬.০০ ঘটিকায় ঢাকার সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

উপসচিব জনাব আবুল খায়ের মোঃ মারুফ হাসান কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২২তম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি এ মন্ত্রণালয়ে যোগদানের তারিখ (২৮-০৯-২০১৭) হতে কর্মরত ছিলেন।

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব শেখ এজাজুল কামাল করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্তের পরবর্তী জটিলতায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গত ২১ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ বুধবার ভোর ৫.০০ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

জনাব শেখ এজাজুল কামাল ১২ অক্টোবর, ১৯৬৩ তারিখ খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার তিলগ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ০১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ তারিখ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে মুদ্রাক্ষরিক পদে চাকরিতে যোগদান করেন এবং ১১ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

Scanned with CamScanner